জ্যানগার্ড প্রোডাক্সন্সের নিবেদন

সেতু

6-7-51

ভ্যানগাড প্রোডাক্‌শন্‌স্‌ এর
"সেতু"

কাহিনী ও পরিচালনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

আলোক চিত্রশিল্পী	...	বিদ্যাপতি ঘোষ
		অনিল গুপ্ত
শব্দ যন্ত্রী		জে, ডি, ইরাণী
সম্পাদক	...	কালী রাহা
সঙ্গীত পরিচালক	...	গোপেণ মল্লিক
শিল্পনির্দ্দেশক	...	বিজয় বোস
প্রধান ব্যবস্থাপক	...	কুমুদ রঞ্জন দাশ
রূপ সজ্জাকর	...	শৈলেন গাঙ্গুলী
		অক্ষয় দাস
স্থির চিত্রশিল্পী	...	ষ্টীল ফটো সার্ভিস

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনায়—নীতীশ রায়, রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক সোম
আলোক চিত্রে—ননী গোপাল দাস, সমীর ভট্টাচার্য্য
শব্দ ধারণে—সন্তু বোস।
সঙ্গীতে— জানকী কুমার দত্ত।
সম্প্রদনায়— নীরেন চক্রবর্ত্তী।
ব্যবস্থাপনায়— পাঁচু গোপাল দাস।
রূপ সজ্জায়—পাঁচু দাস।
যন্ত্র সঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
"কালো দিঘী জল" —সুর— পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে নির্ম্মিত এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

ভূমিকায়—

চন্দ্রাবতী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখার্জ্জী
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, কুমারী মাধুরী, পরিমল সেন
ননী মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনি চক্রবর্ত্তী
পশুপতি কুণ্ডু, বীরেন মিত্র, ম্যালকম
মীরা দত্ত, কুমারী নমিতা
কুমারী শোভা
৺কুমার মিত্র

একমাত্র পরিবেশক —
অজন্তা ডিষ্ট্রীবিউটার্স

অজন্তা ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সেতু

(গল্পাংশ)

সুদীর্ঘ বার বছর পর সঞ্জয় মজুমদার বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরছে। ট্রেণে তার সঙ্গে যে বন্ধুটিকে দেখা গেল, তাকে তার যমজ বলে ভুল করা স্বাভাবিক।

বন্ধুর নাম কিষণলাল ত্রিবেদী — জৌনপুরের লোক,—স্ত্রীর মৃত্যুর পর শিশুকন্যাকে এক বন্ধুর কাছে রেখে এক রকম বিবাগী হয়েই বিলেত চলে গেছল। যে পরিবারে সঞ্জয়ের বিয়ে হয় তাঁরা যেমনি সমৃদ্ধ তেমনি অভিজাত। একদিন এই পরিবারেরই কোন পূর্ব্ব-পুরুষ সঞ্জয়ের কোন এক পূর্ব্বপুরুষের সামান্য কর্ম্ম-চারী মাত্র যে ছিলেন তা এখন কেউ জানে না বল্লেই হয়। এই পরিবারের জামাতা হয়েও সঞ্জয় আগের ইতিহাস ভুলতে পারেনি। তার নিজের শ্বশুরমশাই বেঁচে নেই। দাদাশ্বশুর বিজয় শঙ্কর চৌধুরী সমস্ত বিষয়-আশয় পরিচালনা করেন। সঞ্জয় তার স্ত্রী তপতীকে অবিলম্বে নিয়ে যেতে চায় জেনে বিজয়শঙ্করের সঙ্গে সঞ্জয়ের বেশ একটা সংঘর্ষ বাধে। বিজয়শঙ্কর প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক...তাঁর কাছে মানুষ হওয়ায় তপতী তাঁর দোষ গুণ দুইই পেয়েছিলো সমানভাবে। তাকে বারো বছর বাদে এক কথায় নিয়ে যেতে চাওয়ার মধ্যে অনুরাগের চেয়ে স্বামীর জেদটাই বড় বুঝে তপতী আহত হয়। স্বামীর সঙ্গে যেতে সে আপত্তি জানায় না কিন্তু প্রস্তুত হবার সময় চায়। সঞ্জয় সময় দেয় না। কোনদিন তপতীকে আর কাছে ডাকবে না—এই প্রতিজ্ঞা করে সে চলে আসে।

সঞ্জয় এবার কিষণলালের সঙ্গে জৌনপুরের দিকেই রওনা হয় কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় আলাদা। পথে ট্রেণ দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গুরুতর ভাবে আহত বলে বিজয়শঙ্কর টেলিগ্রাম পান।

সুদূর এক রেলওয়ে হাঁস-পাতালে বিজয়শঙ্কর ও তপতী যখন এসে পৌছান তার কিছু আগেই সঞ্জয় মারা গিয়েছে বলে হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সংবাদ দেয়। তপতী স্বামীকে শেষ দেখা দেখবার জন্য শবাগার পর্য্যন্ত যেতে পারে না। মৃত স্বামীর কি বিকৃত বীভৎস রূপ হয়ত দেখতে হবে এই ভয়ে সে ফিরে আসে। দুর্ঘটনা থেকে দুই বন্ধুর একজন বেঁচে ওঠে। হাঁসপাতালের লোকের কাছে সে কিষণলাল বলে পরিচিত।

বিজয়শঙ্করের বেশীর ভাগ সম্পত্তি দার্জিলিং অঞ্চলে চা বাগান নিয়েই। পাশের এক চা বাগানের নতুন ম্যানেজারের শত্রুতায় তাঁদের ব্যবসা বিপন্ন হতে বসেছে জেনে বিজয়শঙ্কর সেখানেই যাওয়া মনস্থ করলেন। নতুন ম্যানেজার হিসাবে সঞ্জয়ের বন্ধু কিষণলালকেই সেখানে দেখা গেল। কিষণলাল ইতিমধ্যে তার কন্যা লছমীকে জৌনপুরের গ্রাম থেকে আনিয়ে নিয়েছে। লছমীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কিষণলালের একমাত্র বাল্যবন্ধু বৈজুপ্রসাদ।

পাশের বাগানে ফুল তুলতে যাওয়ার সূত্র ধরে তপতী ও বিজয়শঙ্করের সঙ্গে বৈজু ও লছমীর পরিচয় হয়ে যায়। তপতীর ক্ষুধিত মাতৃত্ব লছমীকে পেয়ে অনেকখানি তৃপ্ত হয়েছে। কিষণলাল কিন্তু লছমীর ও বাড়ীতে যাওয়া পছন্দ করে না। লছমী হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুশ্রূষার ত্রুটি দেখে, অস্থির হয়ে বৈজু একরকম জোর করেই লছমীকে তপতীর কাছে রেখে আসে।

লছমী সেরে ওঠে। এদিকে বিজয়শঙ্করের চা-বাগানের যোগাযোগ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে এবং তার পেছনে যে কিষণলালের হাত আছে

তা লুকোন থাকে না। তপতীর দাদা মণিশঙ্কর পরিবারের বহু পুরাতন সমস্ত গহনাপত্র বাঁধা দিয়ে কিষণলালের কাছে টাকা ধার নিয়ে যায়। ব্যাপারটা জানতে পেরে বিজয়শঙ্কর একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। তপতী নিজেই কিষণলালের কাছে দাদার ঋণের পরিমাণ জানতে আসে কিন্তু কিষণলাল তাকে একরকম অপমান করেই বিদায় দেয়। বৃদ্ধ বিজয়শঙ্কর এই শেষ আঘাত আর সহ্য করতে পারেন না!

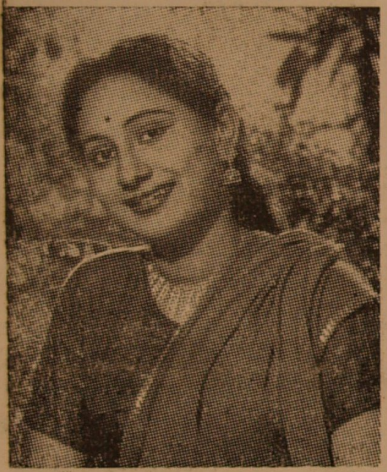

বিজয়শঙ্করের মৃত্যু সংবাদে কিষণলালের মনে কি পরিবর্ত্তন হয় বলা যায়না তবে মণিশঙ্করের বাঁধা রাখা গহনা নিয়ে তপতীকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

বিজয়শঙ্করের মৃত্যুর পর দাদা-বৌদির ব্যবহারে গভীরভাবে আহত হয়ে তপতী পৈতৃক সম্পত্তিতে তার সমস্ত দাবী ত্যাগ করে জীবিকার্জনের জন্যে সামনে যা পায় সেই চাকরীই হাতে নেয়। সে চাকরী হ'ল কিষণলালের মানব গৌরীশঙ্করের মেয়েদের দেখাশোনা করা।

গৌরীশঙ্করের বাড়ীতেই একদিন তপতীর সঙ্গে কিষণলালের অত্যন্ত কুৎসিৎ মুহূর্ত্তে দেখা হয়ে যায়—নির্জ্জন বাড়ীতে গৌরীশঙ্কর একাকী তপতীকে পেয়ে স্বমূর্ত্তি ধরেছেন...গৌরীশঙ্করকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে তপতী কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসে।

তপতীর এই অবমাননার চেষ্টা স্বচক্ষে দেখবার পর কিষণলালের গভীর এক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। লছমীর ভরণ-পোষণের ভার নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৈজুকে সে লছমীকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বলে।

ও অঞ্চলে সে দিন দারুণী দুর্য্যোগ। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে লছমীদের ট্রেণ ধ্বসে যাবার সংবাদ তপতীর কাছে পৌছায়। কিষণলাল তখন বন্ধ ঘরে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। তপতীই তাকে সেখান থেকে বার করে লছমীদের খোঁজে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেখানে আর এক দুর্ঘটনায় পথের পাশের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে তারা বন্দী হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় বলে যাকে জানে সে রকম একজন পুরুষের সঙ্গে এরকম একটা বাড়ীতে বহুক্ষণ কাটাবার সম্ভাবনায় তপতী সত্যিই একটু সন্ত্রস্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দুটি প্রাণীকে এমন ভাবে একত্র করার মধ্যে নিয়তির কি উদ্দেশ্য যে ছিল তখন সে তা জানে না। দুর্য্যোগ কেটে যাবার পর তাদের উদ্ধার করবার ব্যবস্থা যখন হয় তখন অপ্রত্যাশিত-ভাবে কিষণলালের পরিচয় পেয়ে তপতী স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

কিষণলালের ছদ্ম-বেশে এতদিন যে তাদের উৎপীড়ন করবার চেষ্টা করে এসেছে সে যে তার স্বামী ছাড়া আর কেউই নয়, এ বিষয় তপতীর মনে তখন আর কোন সংশয় নেই। কিন্তু এ আবিষ্কার দুজনকে কাছে আনেনা-আরো দূরে সরিয়ে দেয়। তপতী সকলের কাছ থেকে নিজেকে একেবারে যেন বিলুপ্ত করে দেয়। কিষণলাল বৈজু ও লছমীকে নিয়ে বৃথাই তাকে সন্ধান করে ফেরে।

পরস্পরকে তারা কি সত্যিই খুঁজে পাবে না? বিরহের এ দুস্তর পারাবার পার হবার মত সেতু কি কোথাও নেই?

"সেতু"

গান

(১)

কালো দীঘি জল, তারি সুশীতল মায়া তব দুটি চোখে,
ও দেহে শ্রাবণ-মেঘছায়া ফেলিল কে!
তুমি যেন শর্ব্বরী ;
তারকার স্নেহ হরি'
নেমেছ আসিয়া নীরবে হৃদয় তীরে,
দূর দিগন্তে নভো সীমন্তে আঁকি শশী-লেখারে।
কুমারী কোরক যে আলোকে জাগে, স্মিতমুখে তব ক্ষরে ;
পাখিরা ঘুমায় স্নিগ্ধ তোমার স্বরে ;
তনুর লাবণী সণে,
দেখিয়াছি পড়ে মনে,
হরিৎ ধান্য ব্যাকুল গ্রামের সীমা,
কানন-কণ্ঠ-লগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।
ধুধু প্রান্তর তোমার প্রণয়ে হ'ল ছোট প্রাঙ্গণ ;
দীপ হ'তে করে, বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে,
অসীম আকাশ—তীরে
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।
তুমি আছ তাই গৃহ-দীপ জ্বলে, তারকারা কথা কয়।

(২)

বনে বনে কি মায়া বোনে
আলোছায়ায় সে উদাসী।
থেকে থেকে যায় কি ডেকে
গহন দূরের নীলাকাশ—ই
হিয়া যেথায় যেতে চায়
যে.ত যে পারিনা হায়
মনের কথা আকুলতা
সাদা মেঘে যায় যে ভাসি।
হাওয়া এলো বুঝি হারিয়ে যাওয়ার,
দিশাহারা হিয়া জানেনা জানেনা কোথা পারাপার।
নয়নে লাগে কি নেশা
আশা নিরাশাতে মেশা
বনে বনে মনে মনে
ঘর ছাড়া বাজে বাঁশি।

(৩)

চোখে পলক পড়ে না
শুধু অধর কাঁপে
মুখে কথা সরে না।
কোথা হতে ওঠে ঢেউ
জানেনা জানে না কেউ
সারা হিয়া ওঠে দুলিয়া
শুধু আঁখি-দুটি নড়ে না।
একি সুখ না বেদনা বুঝিনা,
কি যে মানে তাও খুঁজি না।
শুধু দেখা ত নয়
নয় পরিচয়
ঠোকাঠুকি দুটি তারাতে
আকাশে আলো আর ধরে না।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

ভ্যান্‌গার্ড প্রডাকসন্‌সের

নাগপাশ

সুরসৃষ্টি—

সুধীরলাল

পরিবেশক—

অজন্তা ডিস্ট্রিবিউটার্স